The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভারতীয় ভাষায় গবেষণা: ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ

Baijayanta Bhattacharjee
Ph.D. Research Scholar, Department of Education, School of Education and Training, Central University of Karnataka
ORCID: *0009-0002-3616-0551* DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400001*

সারসংক্ষেপ

অতি সাম্প্রতিককালে ভারত সরকার শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে 'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করেছে ভারতীয় চিন্তাধারাকে আধুনিক অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যের সাথে অন্বিত করার উদ্দেশ্যে। ২০২০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাঁচ বছরের কিছু অধিক সময় অতিক্রান্ত। ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র বিষয়ে মোট গবেষণাপত্রের সংখ্যা কম হলেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এ গবেষক কেন্দ্রীয় সরকারের 'এক দেশ এক গ্রাহক' ('ওয়ান নেশান ওয়ান সাবস্ক্রিপশন') উদ্যোগে গবেষণাপত্রের তথ্যভান্ডার অনুসন্ধান করে কোথাও ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাবাচস্পতিস্তরে (পিএইচডি) গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশের গুরুত্বের ওপর গবেষণাভিত্তিক দাবির সন্ধান পায়নি।

অতঃপর, বিদ্যাবাচস্পতিস্তরে বাংলায় সমাজবিজ্ঞানে কতসংখ্যায় গবেষণা কার্য ২০২০-২০২৫ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে তার একটি অন্বেষণমূলক গবেষণা করেছে। গবেষণায় উপরোক্ত সংখ্যার অতিস্বল্পতা সূচিত হয়েছে। কেন ভারতীয় ভাষায় গবেষণা ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অংশ তার যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অভিধা, ব্যঞ্জনা ও লক্ষণা অনুযায়ী 'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের' সংজ্ঞা রচনার প্রচেষ্টা পরবর্তীতে করা হয়েছে। এই অনুসন্ধান থেকেই ভাষা ও তন্ত্রের তাত্ত্বিক সমার্থের চিত্র সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুপক্ষেরই দৃষ্টিকোন এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

সিদ্ধান্ত হিসেবে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র চর্চা ভারতীয় ভাষা ব্যাতিত অসম্ভব এমনটিই গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র চর্চা ঔপনিবেশিকতার ও তার পরবর্তী সময়ের পাশ্চাত্যকরণের প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও স্তব্ধ হয়নি এবং ভারতীয় ভাষায় গবেষণা ও অন্য ভাষায় গবেষণার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাত্ত্বিক ও আর্থিক দিক থেকে সেটিও যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে অন্য ভাষায় গবেষণা অনুচিত এমন সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং ভারতীয় ভাষাকে প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনে বিদেশী ভাষাকে ব্যবহার করা যেতে পারে- এ সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে।

প্রধান শব্দ: *ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র, বাংলা ভাষা, অভিধা, ব্যঞ্জনা, লক্ষণা*

ভূমিকা

'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র'- এই পরিভাষার সংজ্ঞা বিশ্ব আন্তর্জালে খোঁজ করলে নানা গবেষণাপত্রে মূলত প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত এবং ধারাবাহিক ভাবে আগত প্রথাগত ভারতীয় জ্ঞানের ভান্ডারের কথাই জানা যায়। উদাহরণ হিসাবে খারে ও কুমার (২০২৫, পৃ-২৩২), কুমার (২০২৪, পৃ-২৭১-৩), কুমার ও বিস্ত (২০২৪, পৃ-১২৫), অভয়ঙ্কার ও কেল্কার (২০২৫, পৃ-এ২৫২-৩), তিমানে ও ওয়ানধে (২০২৪, পৃ-৫১৩) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। যদিও কুমার (২০২৪, পৃ-২৭২-৩) তাঁর নিবন্ধে বিভিন্ন জ্ঞানের আকর যা নানান ভারতীয় ভাষায় রক্ষিত রয়েছে যেমন- কেরল গণিত সম্প্রদায়ের পুস্তকগুলি মালয়লামে লিখিত, অথবা মণিপুরী বংশ দ্বারা নির্মাণ শিল্পের নির্দেশিকাসমূহ মেইতেই ভাষায় লিখিত- সেইসব আকর গ্রন্থগুলি প্রত্যক্ষ পাঠের জন্য আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্বের কথা বললেও, আঞ্চলিক ভাষায় গবেষণার কথা বলেননি। এছাড়াও, ভারতের শিক্ষামন্ত্রকের ২০২০ সাল থেকে নেওয়া উদ্যোগ - মন্ত্রকের ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র বিভাগ, যেখানে ভারতীয় পরম্পরার নানান দিকের পুনর্জাগরণের উৎসাহ রয়েছে, সেখানেও ভারতীয়

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভাষায় গবেষণা এবং তার আদানপ্রদান কিধরনের ও কতখানি গুরুত্ব বহন করতে পারে সে বিষয়ে কোনো বক্তব্যই খুঁজে পাওয়া যায় না (ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র বিভাগ উর্ণাস্থান , গৃহীত ০৬/০১/২০২৬)। [গবেষক ইংরেজির 'ওয়েবসাইট' শব্দকে 'উর্ণাস্থান' রূপে বাংলায় ব্যবহার করেছে। পন্ডিত ব্যক্তিগণ এর বিচার করবেন।]

উল্লিখিত অনুচ্ছেদ থেকে একটি সমস্যা দৃশ্যমান: ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র, তার তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে যেরকম উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে, ঠিক সেইরকমই ভারতীয় ভাষাগুলিতে এবিষয়ে এবং অন্যান্য সব বিষয়ে গভীর গবেষণা ও তার প্রতিবেদন প্রকাশের দিকটি অবহেলিত রয়েছে। এর কারণ খুব রহস্যজনক কিছু নয়। হাতের কাছেই ইংরেজি ভাষা রয়েছে। ইংরেজি ভাষাতে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র অথবা যেকোন ধরণের গবেষণা অনুচিত এমন কথা এখানে বলা হচ্ছে না। তবে জ্ঞানের ঐতিহ্য ও অন্যান্য যা কিছু নিয়ে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র তাঁর নিজস্ব রূপ পেয়েছে, সেগুলি প্রায় সবই ভারতের ভাষায় লিখিত (পুরি, ২০২৫ পৃ-৪২৯৯-৪৩০৩)। এখানেই ভারতীয় ভাষায় জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং তা সংবহন করার গুরুত্ব। এপত্রের মূল অনুসন্ধানের বিষয় ভারতের গবেষণা ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষার বর্তমান অবস্থা কি, ব্যবহারের গুরুত্ব কতখানি এবং ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের সংরক্ষণ ও সংবহনে তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এপত্রের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে একটিমাত্র ভারতীয় ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রথমবারের মত 'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র' পরিভাষাটি মার্কিন গবেষক শেল্ডন পোলকের একটি নিবন্ধে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যিক ও ঔপনিবেশিক যুগে 'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের' পতন এবং সমাপ্তি কেন হয়েছিল বিস্তারিতভাবে নিজস্ব যুক্তি প্রদর্শন করে দেখিয়েছিলেন (পোলক, ২০০১ পৃ-৩-৩১)। কিন্তু এগবেষক এহেন মত গ্রহণ করতে রাজি নয়। এপত্রের দ্বারা এও দর্শিত হবে কেন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সময়েও ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র পতনোন্মুখ হয়নি এবং বর্তমান সময়েও ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র সজীব এবং সতেজ ও এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র সম্পর্কিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা বেশি নয়। এছাড়া ভারতীয় ভাষায় গবেষণাপত্র সংখ্যায় অল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের 'এক দেশ এক গ্রাহক' ('ওয়ান নেশান ওয়ান সাবস্ক্রিপশন') উদ্যোগে যে অনলাইন গবেষণা পাঠাগার বিদ্যমান, সেখানে কোন ভারতীয় ভাষায় গবেষণাপত্র পাওয়া যায় না (ই-সম্পদ পরিচালন ব্যবস্থা, অন্বেষিত ১৫/০১/২০২৬)। বিশ্বের বৃহৎ গবেষণা প্রকাশক সংস্থাগুলিও ভারতীয় ভাষায় গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করে না। এবং বিস্তারিত গবেষণা সাহিত্যে অন্বেষণ করে এ গবেষক ভারতীয় ভাষায় গবেষণাকে কেন্দ্র করে কোনো গবেষণা পত্র খুঁজে পায়নি। গুগল এষণযন্ত্রে ['সার্চ ইঞ্জিন'-এর বাংলা পরিভাষা 'এষণযন্ত্র' গবেষকের সৃষ্টি] ইংরেজিতে 'ভারতীয় ভাষায় গবেষণাকে কেন্দ্র করে গবেষণামূলক নিবন্ধ' ("আর্টিকল অন রিসার্চ ওয়ার্ক ডান ইন ইন্ডিয়ান লঙ্গোয়েজেস") লিখে সন্ধান চালিয়ে এবিষয়ে কোনো নিবন্ধ পাওয়া যায়নি। বরং ভারতীয় ভাষাগুলিকে সাধারণ ভাষা প্রকরণ-এর ['ন্যাচেরাল ল্যাঙ্গোয়েজ প্রসেসিং'-এর পরিভাষা - গবেষকের সৃষ্টি] উপযুক্ত কিভাবে করা যায় সেবিষয়ে বেশ কিছু গবেষণামূলক নিবন্ধ লক্ষ্য করা যায় যা এইপত্রের বিষয় নয়। সুতরাং সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনায় আলোচনা করার মত গবেষণা প্রতিবেদন নেই বললেই চলে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

1. বাংলা ভাষায় সমাজবিজ্ঞান মহাবিভাগে বিদ্যাবাচস্পতিস্তরীয় গবেষণা সম্পন্নের সংখ্যার অন্বেষণ।
2. ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের সংরক্ষণ ও সংবহনে ভারতীয় ভাষায় গবেষণার গুরুত্ব অন্বেষণ।

গবেষণা প্রশ্ন

1. ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কত সংখ্যক বিদ্যাবাচস্পতি (ডক্টরেট) স্তরীয় গবেষণাকার্য (থিসিস) ভারতীয় ভাষায় সম্পন্ন হয়েছে? [এপত্রের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা গৃহীত হয়েছে]
2. ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের বিস্তৃতি কতটা?
3. ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের সংরক্ষণ ও সংবহনের দিক থেকে ভারতীয় ভাষায় গবেষণা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি একটি গুণগত অন্বেষণমূলক প্রযত্ন। যেহেতু ভারতীয় ভাষায় গবেষণার ওপর ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষাতে উভয়ক্ষেত্রেই পর্যালোচনা নিবন্ধ অবর্তমান, (অন্তত এই গবেষক সন্ধান চালিয়ে খুঁজে পায়নি), তাই গবেষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হলে অন্বেষণমূলক অনুসন্ধান ব্যাতিত অন্য পদ্ধতি প্রয়োগের উপায় নেই।

হান্টার ও অন্যান্যরা (২০১৯, পৃ-৩), অত্যন্ত খুঁটিয়ে তদন্ত করেছেন গুণগত অন্বেষণমূলক গবেষণা নিয়ে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে অন্বেষণমূলক গবেষণাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করে তার পদ্ধতিগত দিকটি নিয়ে আধুনিককালের গবেষণাপদ্ধতি বিষয়ক গবেষকরা তাঁদের পূর্বে কোন আলোচনা করেননি। তাঁদের নিবন্ধে তাঁরা গবেষণার এই বিচ্ছেদকে পূরণ করার উদ্দেশ্যে 'অন্বেষণমূলক বিবরণাত্মক গুণগত' অনুসন্ধানের পদ্ধতি রচনা করেছেন। তাঁদের পদ্ধতি অনুযায়ী এপত্রের অন্বেষণকার্য সম্পন্ন হবে। হান্টার ও অন্যান্যরা পরোক্ষভাবে কয়েকটি গবেষণার উদাহরণ পেশ করে এপদ্ধতির গতিপথ সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছেন। যেহেতু গুণগত গবেষণায় পদ্ধতিগত নমনীয়তা অনিবার্য (লিম, ২০২৫ পৃ-২০০), সেহেতু আলোচনা আকারে হান্টার ও অন্যান্যরা পদ্ধতিটিকে ব্যক্ত করেছেন। সেই আলোচনা থেকে এপত্রের জন্য যে পদ্ধতিগত ক্রম নির্ণয় করা হয়েছে তা নিম্নে প্রদর্শিত হয়েছে।

১) গবেষণার উদ্দেশ্য অথবা প্রশ্ন - প্রশ্নাকারে গবেষণার উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে 'গবেষণা প্রশ্ন' বিভাগে ব্যক্ত করা হয়েছে।

২) সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা অত্যল্প অথবা গবেষণার সম্পূর্ণ অভাব প্রকাশ করছে অথচ গবেষক প্রত্যয়ী যে মূল্যবান তথ্য উন্মোচিত হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তথ্য অন্বেষণ বিষয়ে নমনীয়তা ও অন্বেষণের স্থান বিষয়ে উদারমনস্কতার প্রয়োজন (স্টেবিন্স, ২০১১ পৃ-১৫)। গবেষক পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ সমাজ বিজ্ঞান মহাবিভাগের বাংলা ভাষায় লিখিত বিদ্যাবাচস্পতি (ডক্টরেট) স্তরীয় থিসিসকার্যের নথি অন্বেষণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শোধগঙ্গার অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত তথ্যসমূহ অন্বেষণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় দুটির উর্ণাস্থানও (ওয়েবসাইট) অন্বেষণ করে দেখা হয়েছে।

৩) নমুনায়ন- এখানে নমুনায়ন উদ্দেশ্যমূলক।

জনসমষ্টি- উদ্দেশ্যমূলকভাবে গবেষক ভারতীয় ভাষায় বিদ্যাবাচস্পতি স্তরীয় (পিএইচডি) সমাপ্ত গবেষণাকার্য চয়ন করেছে।

লক্ষ্য জনসমষ্টি- তার মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যাবাচস্পতি স্তরীয় বাংলা ভাষায় সমাপ্ত গবেষণাকার্য চয়ন করেছে।

নমুনার আধার (স্যাম্পলিং ফ্রেম)- পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজ্যসরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গের একটি কেন্দ্রসরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সমাপ্ত গবেষণাকার্যের নথি যা শোধগঙ্গায় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব উর্ণাস্থানে (ওয়েবসাইটে) সংরক্ষিত। নমুনা- উল্লিখিত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় বিদ্যাবাচস্পতি স্তরে সমাপ্ত গবেষণাকার্যসমূহ।

৪) তথ্যসংগ্রহ- আলোচনামন্ডলী (ফোকাস গ্রুপ), পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা। এ গবেষণার উদ্দেশ্যে গবেষক শুধুমাত্র তথ্য পর্যবেক্ষণ করবে এবং তা সারণি আকারে উপস্থাপিত করবে গবেষণাপ্রশ্নদ্বয়ের উত্তর রচনার সুবিধার্থে।

৫) তথ্যবিশ্লেষণ- মূলবিষয়সমূহের বিশ্লেষণ (থিম্যাটিক এনালিসিস)।

৬) আত্মপ্রতিবিম্বন (রিফ্লেক্সিভিটি) ও গবেষণা প্রতিবেদন রচনা।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

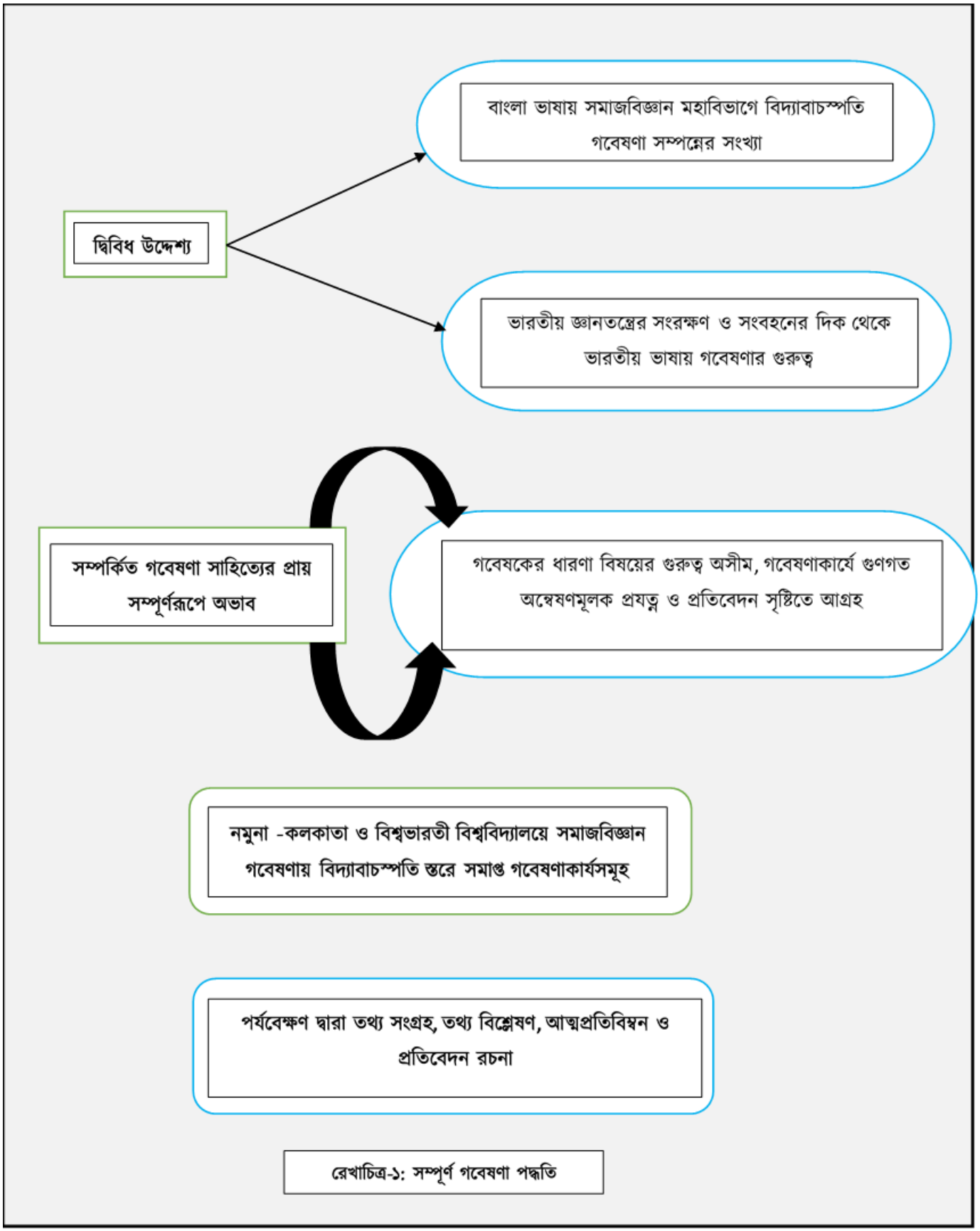

রেখাচিত্র-১: সম্পূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তথ্যবিশ্লেষণ

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত থিসিসের অনলাইন সংরক্ষণ ব্যবস্থা 'শোধগঙ্গা'র তথ্যভাণ্ডার অন্বেষণ করে যে তথ্য উঠে এসেছে তা পর্যবেক্ষণ করে নিম্নে সারণি আকারে প্রদত্ত হয়েছে (সময়সীমা: ২০২০-২০২৫ সাল) (গৃহীত-১৫/০১/২০২৬):

সং	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (২০২০-২০২৫)	মোট থিসিস সংখ্যা	বাংলায় লিখিত থিসিস	অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লিখিত থিসিস
১	অর্থনীতি	৪৬	০	০
২	ইতিহাস	৫১	১৩	০
৩	ভূগোল	৬৮	০	০
৪	শিক্ষাবিজ্ঞান	৫৮	০	০
৫	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	২৪	২	০
৬	সমাজতত্ত্ব	১৫	০	০
৭	সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম	৫	১	০

সং	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (২০২০-২০২৫)	মোট থিসিস সংখ্যা	বাংলায় লিখিত থিসিস	অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লিখিত থিসিস
১	অর্থনীতি	৪৪	০	১-গুজরাতি
২	ইতিহাস	৪৩	২	১৫-হিন্দি
৩	ভূগোল	২১	০	২-হিন্দি
৪	শিক্ষাবিজ্ঞান	৯৪	০	৪৮-হিন্দি ৩-সংস্কৃত ২-মারাঠি ১-গুজরাতি ১-কান্নাডা
৫	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১০	০	৩-হিন্দি ২-মারাঠি
৬	সমাজতত্ত্ব	৮	০	৩-হিন্দি ১-মারাঠি
৭	নৃতত্ত্ব	১০	০	১-হিন্দি

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ণাস্থানে অন্বেষণ করে পর্যবেক্ষণ করা গেছে যে সেখানে শোধগাঙ্গায় দেওয়া তথ্যের অতিরিক্ত কোনো তথ্য নেই।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আত্মপ্রতিবিম্বন

গবেষক দক্ষিণ ভারতীয় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগে বিদ্যাবাচস্পতিস্তরীয় গবেষণায় রত। ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের প্রতি গবেষণামূলক আকর্ষণ তাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের সংযোগস্থল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে। আধুনিক সময়ে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের কি প্রাসঙ্গিকতা এবং কিভাবে ব্যবহারিকভাবে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রকে এখনকার সমস্যাসমূহের সমাধানে সদ্ব্যবহার করা যায় সেই গবেষণায় আগ্রহী। তবে পাশ্চাত্যকে হেয় করার ইচ্ছা পোষণ না করে বরং যেখানে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পথ দেখতে অপারগ, সেখানে বিদেশ থেকে (পাশ্চাত্য অথবা অন্যত্র) স্বীকৃতিসহকারে উপাত্ত-তথ্য-জ্ঞান গ্রহণের পক্ষে অবস্থান করে। কিন্তু যেখানে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পথ দেখতে সক্ষম, সেখানে নিজেদের জিনিস অবহেলা করে বিদেশিদের চিন্তাভাবনার বেশি সমাদর করার পরিপন্থী।

আলোচনা (১)

উপরে সংগৃহিত উপাত্ত থেকে সাধারণ ভাবে ভারতীয় ভাষাগুলিতে এবং বিশেষভাবে বাংলা ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়স্তরীয় গবেষণাকার্যের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধুমাত্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি ভাষায় লিখিত শিক্ষাবিজ্ঞানের থিসিসের সংখ্যা ৪৮ যেখানে ইংরেজি ভাষাতে লিখিত থিসিসের সংখ্যা ৩৮। কিন্তু হিন্দি ছাড়া অন্যান্য ভাষাগুলিতে থিসিসের স্বল্পতাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সারা দেশ থেকে শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ এসে থাকেন। এছাড়া হিন্দির ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'সরকারি ভাষা' হিসাবে বিশেষ মর্যাদা আছে (বসু, [১৯৬০]২০২৪ পৃ-৪৭৯-৪৮৬)। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহের তা নেই। তাই এক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর এই একটি বিভাগের সরকারি ভাষায় লিখিত থিসিসের সংখ্যার মর্যাদাকে কিছুটা হ্রাস করেই দেখা উচিত। কারণ ইংরাজীর আন্তর্জাতিকস্তরীয় যোগাযোগের মর্যাদা আছে (ক্রিস্টাল, ২০০৩ পৃ-১-২৭)- সেখানে বৃহৎসংখ্যক গবেষকের ঝোঁক। হিন্দির 'সরকারি ভাষার' মর্যাদা আছে - সেখানেও বেশ কিছু সংখ্যক গবেষকের ঝোঁক। বাংলার দেশীয়স্তরে অথবা আন্তর্জাতিকস্তরে সে মর্যাদা নেই- তাই মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকার্যে অবহেলিত।

এক্ষেত্রে দেশীয় ভাষা যা মাতৃভাষার আরেকনাম তার প্রতি উদাসীনতা প্রমাণিত হয়। গবেষক একথা বলতে চায়না যে ইংরেজিতে গবেষণাকার্য করা উচিত নয়। বরং একথা বলতে চায় যে নিজস্বভাষাকে প্রথমে মর্যাদা দিয়ে তারপর বৃহত্তর বিশ্বের সাথে যোগাযোগের জন্যে অবশ্যই ইংরেজীভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যকোন বিদেশী ভাষাও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতীয়ভাষায় ভারতীয়দের জ্ঞান সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও সংবহন- এগুলির মর্যাদা প্রাথমিক তা পরিস্ফুট হয়। কেন এগুলির মর্যাদা প্রাথমিক তা পরবর্তী অংশে প্রদত্ত।

ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের বিস্তার

এখানে 'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র' পরিভাষাটিকে তিন ধরণের শব্দশক্তির দৃষ্টি থেকে বিচার করা হবে। সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী কিছু মতভেদসাপেক্ষে তিন ধরণের শব্দশক্তি গ্রহণ করা হয়ে থাকে- অভিধা, ব্যঞ্জনা, লক্ষণা। সিংহ (২০২৪, পৃ-১২৯-১৩৯) ন্যায় ও ব্যাকরণশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৃত্তি নিয়ে আলোচনায় উপরোক্ত তিন শব্দশক্তির সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে এপত্রের জন্য 'অভিধা', 'ব্যঞ্জনা' ও 'লক্ষণা'-র যে অর্থ গৃহীত হল তা নিম্নে লিখিত:

- অভিধা- "প্রত্যেক শব্দেরই একটি সর্বজনপ্রসিদ্ধ মুখ্য অর্থাৎ প্রথমোপস্থিত অর্থ আছে।" শব্দের যে ব্যাপার এধরণের প্রসিদ্ধ মুখ্য অর্থ বোঝায় তাই অভিধার্থ। তবে যেসব বিমূর্তবিষয়ের অভিধাব্যাপার হয় সেগুলির একাধিক মুখ্য ব্যখ্যা থাকতে পারে পরিপ্রেক্ষিতানুযায়ী (গবেষকের মত)। যেমন মানবিকতা, গণতন্ত্র, বিজ্ঞান, জাপান, আইন ইত্যাদি।
- ব্যঞ্জনা- "ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিশেষভাবে প্রকাশের নাম ব্যঞ্জনা।" ব্যঞ্জনা হল ইঙ্গিতমূলক অর্থ।
- লক্ষণা- "শক্তিস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থাপক হয়, লক্ষণাস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়"। ঠিক এই অর্থেই 'লক্ষণা' পরিভাষাটি গৃহীত হয়েছে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

'ভারত' - অভিধা, ব্যঞ্জনা, লক্ষণা

'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র'- কথাটিতে তিনটি শব্দ রয়েছে। 'ভারতীয়', 'জ্ঞান' ও 'তন্ত্র'। প্রথমে ভারত শব্দটিকে ধরা যাক। অভিধা অর্থাৎ মুখ্য বা আভিধানিক অর্থ। অভিধা অনুযায়ী ভৌগোলিকভাবে ভারতের নির্দেশ। এখানে রাজনৈতিকভাবে ভারতের নির্দেশ নেই। কারণ রাজনৈতিকভাবে ভারতের সীমানার বদল ইতিহাস জুড়ে ঘটেছে- এছাড়াও রাজনৈতিকভাবে (সরকারিভাবে) ভারত কখনো 'হিন্দুস্থান' (প্রশাসনিক ও সরকারিভাবে), কখনো 'ইন্ডিয়া' নামে বিরাজ করেছে যেমন 'ইন্ডিয়া' নামে আজও বিরাজ করছে সাংবিধানিকভাবে 'ভারত' নামের সাথে (আথার আলী, ২০০৩ পৃ-৩০৮) (বিশ্ব ইতিহাস বিশ্বকোষ, গৃহীত-১৩/০১/২০২৬)। মৌর্যযুগে এবং মুঘলযুগে যখন প্রায় পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ একছত্রের নিচে এসেছিলো, তখন উত্তরপূর্বের এবং দাক্ষিণাত্যের কিছু অঞ্চল উপমহাদেশের সম্রাটের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি (শর্মা, ২০০৫ পৃ-১৭০-৭৯) (ব্রিটানিকা, গৃহীত-১৩/০১/২০২৬)। ব্রিটিশ শাসনের সময়ও আফগানিস্থানের বেশিরভাগটাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল এবং এজায়গার ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশ শাসকরা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি (ট্রিপডি, ২০১০ পৃ-৭০৭-১০)। আজও সম্পূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশ একছত্রাধীন নয়। রাজনৈতিক পরিচয়কে অভিধা করলে প্রাচীন, যেসমস্ত অঞ্চলগুলি বহুসময়েই বৃহত্তর উপমহাদেশীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, সেই সমস্ত অঞ্চলে সৃষ্ট জ্ঞান-পদ্ধতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের অংশ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু সেসমস্ত জ্ঞান-পদ্ধতি-নীতি সৃষ্ট হয়েছে ভারতীয়দের দ্বারা, ভারতীয় ভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেই। উদাহরণস্বরূপ মণিপুরের বংশ দ্বারা নির্মাণ শিল্প, অহম সাম্রাজ্যের ময়দাম শিল্প, তামিল অঞ্চলে রচিত থিরুক্কুরাল ইত্যাদিকে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের বাইরে রাখতে হবে।

বিষ্ণুপুরাণে, ঋগ্বেদের বার্হস্পত্যসংহিতায় ভারতের সুস্পষ্ট ভৌগোলিক সংজ্ঞা রয়েছে:

১."উত্তরং যৎসমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্ ।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সংততিঃ ।।" ২য় অংশ, তৃতীয় অধ্যায়-১ম শ্লোক (বিষ্ণুপুরাণ, গীতা প্রেস ২০১৯)
"পরাশর কহিলেন, যাহা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ; যেখানে ভারতের বংশ বাস করেন।" (অনু-তর্করত্ন, ১৮৯৮ পৃ-১০৪)

২."হিমালয়াত্ সমারভ্য যাবত্ ইন্দু সরোবরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে॥" (*ঋগ্বেদ বার্হস্পত্যসংহিতা,* ডেলি কথায় উদ্ধৃত গৃহীত- ১৩/০১/২০২৬)
ঈশ্বরনির্মিত এ ভূমি যা হিমালয় থেকে ইন্দুসাগর (দক্ষিনসাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত, তাকে হিন্দুস্থান বলা হয়ে থাকে। (ডেলি কথার ইংরেজি অনুবাদ থেকে গবেষকের বঙ্গানুবাদ)

এশিয়া মহাদেশের ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে হিমালয় পর্বতমালা উত্তর আফগানিস্তান থেকে অরুণাচল প্রদেশে এসে পূর্বাঞ্চল পর্বতমালা হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত (প্রান্তবর্তী উত্তরপশ্চিম মায়ানমার) বিস্তৃত। আফগানিস্তানের পশ্চিমে পর্বতমালার বিচ্ছেদ লক্ষ্য করা যায় ও পূর্বাঞ্চলের পূর্বে বিচ্ছেদ রয়েছে যার কিছু পরে মায়ামারের আরাকান পর্বতমালা বিদ্যমান (অক্সফোর্ড বিদ্যালয় মানচিত্রপুস্তক, ২০১৯ পৃ-৭১)। উদ্ধৃত দুটি শ্লোকানুযায়ী আফগানিস্তান থেকে উত্তরপূর্ব বর্তমান ভারত পর্যন্ত আসমুদ্র যে স্থলদেশ, তাই ভারত বা ভারতবর্ষ। এগবেষকেরও সেটাই মত। এই অঞ্চল আজ দক্ষিণ এশিয়া বলে পরিচিত এবং গবেষক মনে করে এটিই সম্পূর্ণ ভারত।

ব্যঞ্জনা অর্থাৎ ইঙ্গিতমূলক অর্থ। এক্ষেত্রে প্রথমে 'হিন্দুস্থান' শব্দটিকে ধরা যাক। ঋগ্বেদে বার্হস্পত্যসংহিতায় 'হিন্দুস্থান' শব্দের ব্যঞ্জনা আর সুলতান-মুঘল শাসিত ভারতে ওই একই শব্দের ব্যঞ্জনা ভিন্ন। কারণ একটি ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত, অপরটি সরকারিভাবে ব্যবহৃত। যেসমস্ত গবেষক 'হিন্দু' 'হিন্দুস্থান' 'ইন্ডিয়া'- [আরব, পারসিকদের সিন্ধুনদ কে 'হিন্দু' উচ্চারণ থেকে গ্রীক ও রোমানদের 'ইন্দিয়া' শব্দ ব্রিটিশদের দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে 'ইন্ডিয়া' শব্দে পরিণত হয় (বিশ্ব ইতিহাস বিশ্বকোষ, ২০১১ গৃহীত-১৪/০১/২০২৬)] এসমস্ত শব্দগুলিকে বিদেশিদের দেওয়া শব্দ নয় বলে থাকেন, তাঁরা শব্দগুলির ব্যঞ্জনার্থ উপেক্ষা করেন। এই শব্দত্রয় ভারতে বিদেশী শাসকের (সুলতানি, মুঘল, ব্রিটিশ) ইঙ্গিত/ব্যঞ্জনা উৎপন্ন করে। বিদেশিশাসকের ব্যঞ্জনা দেশের দেশত্বকে অবজ্ঞা করে, ভারতের ভারতীয়ত্বকে অবজ্ঞা করে। তাই 'হিন্দুস্থানীয়/হিন্দু/ইন্ডিয়ার জ্ঞানতন্ত্র' এভাবে ব্যাবহার না করে 'ভারতীয়

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

জ্ঞানতন্ত্র' এভাবে ব্যবহার করাই সমীচীন। 'ভারত' শব্দটি কোনরকম নেতিবাচক ব্যঞ্জনার্থক নয়। এর থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হল- স্থলগত ভাবে যাকে ভারত বলে নির্দেশ করা হয়েছে, সেই স্থলগত সীমানার মধ্যে যে জ্ঞান সৃষ্ট, সংরক্ষিত ও সংবহিত হয়েছে এবং অন্যান্য সমভাবে উদ্ভূত, সংরক্ষিত ও সংবহিত জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধিত হয়ে একটি ব্যবস্থা বা তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে তাই ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র।

লক্ষণা অর্থাৎ সর্ব অলংকার (বিশেষণ অলংকারের সমগোত্রীয়) অপসারিত করে যে অবশেষ একটিমাত্র শক্তিস্বরূপ বীজ অর্থরূপে প্রতিভাত হয়। লক্ষণার্থে 'ভারত' ভারতীয়দের নির্দেশ করে। ভারতীয় অর্থাৎ যাঁরা জন্মেছেন এবং জীবন যাপন করেছেন ভারতে এবং/অথবা অন্যান্য ভারতীয়দের উন্নতির কল্পে কর্ম করেছেন, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নিজের বলে আপন করেছেন এবং যাঁদের অবদান অন্যান্য ভারতীয় ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যুগে যুগে সংবহিত হয়ে আসছে, তাঁরা প্রত্যেকেই লক্ষণার্থে ভারতীয়। সনাতন, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মাবলম্বী ছাড়াও ও ভারতে জন্মগ্রহণ ছাড়াও যাঁরা উল্লিখিত মানদন্ডগুলির কোনো একটির অনুকূল, তাঁরাও ভারতীয়। উদাহরণস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর রোমিউলাস হুইটেকার, ভগিনী নিবেদিতা, অ্যানি বেস্যান্ট, রাস্কিন বন্ড ইত্যাদি। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর আমির খুসরু, ষোড়শ শতাব্দীর আকবরের রাজদরবারে শাহ ফাতহুল্লাহ সিরাজী ও আব্দাল শামাদ ইত্যাদিও (চন্দ্র, ২০০৭ পৃ-৯২-১১৭) (চন্দ্র, ২০০৭ পৃ-১৩৮,২৩৭)। ভারতের প্রতি নিষ্ঠাবানত্ব, আনুগত্য ও কর্মপ্রাণ- এই তিন বিশেষ্য সাধারণ মনুষ্যত্বে যে অবস্থায় বিশেষণরূপে অবস্থান করে সাধারণ মনুষ্যত্বের যে অংশকে বিশেষিত করে, লক্ষণার্থে সে অংশকেই ভারতীয় বলা যায়।

পাশ্চাত্য ভাষাদর্শনে শব্দার্থকে মূলত দুই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার করা হয় - নির্দেশসূচক (রেফারেন্সিয়াল/ডিনোটেটিভ) এবং মানসিক (মেন্টাল/কনোটেটিভ) (হং, ২০১৯ পৃ-৪৫)। ব্যবহারিক দিক থেকে নির্দেশসূচক শব্দার্থ অভিধা শব্দশক্তির এবং মানসিক শব্দার্থ ব্যঞ্জনা শব্দশক্তির প্রায় সমান হওয়ায়, আলাদা করে এপত্রে এদুটি বিবেচিত হয়নি। লক্ষণার্থ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভাষাদর্শনে স্পষ্টভাবে কিছু পাওয়া যায়নি বরং রূপক অলংকার গৌণ অর্থ প্রকাশ করে ও লুডউইগ উইটগেনস্টেইনের সেইমতের বিরোধিতার বিতর্কই লক্ষ্য করা গেছে (মারখেসিন, ২০২২ পৃ-৬-৮)।

জ্ঞান- অভিধা, ব্যঞ্জনা, লক্ষণা

জ্ঞান কি তা নিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটোকৃত যুক্তিকে গ্রহণ করে ২২০০ বছরের অধিক ঐক্যমত্য বিরাজ করলেও ১৯৬৩ সালে এডমুন্ড গেটিয়ার যুক্তি সহকারে প্লেটোকৃত জ্ঞানের সংজ্ঞার খণ্ডন করায় তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ঐক্যমত্যের অভাবই লক্ষ্য করা যায় (গেটিয়ার, ১৯৬৩ পৃ-১-৩) (মরভ্যান, ২০১৭ পৃ-১২৩৫-৬)। প্লেটো বলেছিলেন "সমর্থনযোগ্য সত্য বিশ্বাস"ই হল জ্ঞান যা গেটিয়ারের পত্র যে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তাতে খণ্ডিত হয় বলে বহু গবেষক মনে করেন (হ্যাজলেট, ২০১৪ পৃ-১-৬)। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাপতনের- সমাপতনিক জ্ঞান সমর্থনযোগ্য সত্য বিশ্বাস হলেও তাকে জ্ঞান বলা যায় না কারণ পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়। যাঁরা সমাধানের পথ দেখাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন তাঁরা দুরকম তত্ত্ব তুলে ধরেছেন- একটি সরাসরি (ইং-কসাল) সম্বন্ধে যুক্ত বিষয়সমূহ হতে উদ্ভূত জ্ঞানই হল প্রকৃত জ্ঞান (জ্ঞানের কঠিন তত্ত্ব), অন্যটি জানার পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করে পরিপ্রেক্ষিতানুযায়ী (ইং-কনটেক্সচুয়াল) একই জ্ঞানের ভিন্নরূপকে ভুল বা মিথ্যা জ্ঞান মনে করে না (জ্ঞানের তরল তত্ত্ব) (লি, ২০২৪ পৃ-১৮৯-১৯৪)। তবে এক্ষেত্রেও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। (লি, ২০২৪) যেমন যুক্তি প্রদর্শন করে জ্ঞানের কঠিন তত্ত্ব কারণিকবাদের দুর্বলতা তুলে ধরেছেন তেমনি (গ্রেকো, ২০০৮ পৃ-৪১৬-৪৩৬) তাঁর বহু পূর্বেই যুক্তি প্রদর্শন করে জ্ঞানের তরল তত্ত্ব পরিপ্রেক্ষিতবাদের দুর্বলতাসমূহ তুলে ধরেছিলেন।

বৈশেষিকদর্শন মতে, "...বৈশেষিক সম্মত ষট্ পদার্থ বা সপ্তপদার্থ ও তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের সম্যক বোধই হল তত্ত্বজ্ঞান" (মন্ডল, ২০১২ পৃ-৯)। বৈশেষিক মতে পদার্থ সাতটি - দ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। এই মতে প্রমাণ দুটি- প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অভাব দ্রব্যকে প্রথমে না উল্লেখ করলেও তার গুরুত্ব বাকিগুলির মতই (তদেব, পৃ-১৩)। ন্যায়দর্শন মতে, "অর্থাৎ প্রমাণ [প্রতক্ষ্য, অনুমান, উপমান, শব্দ] দ্বারা অর্থের যে প্রতিপত্তি বা বোধ, তাহা যথার্থ জ্ঞান" (তর্কবাগীশ, [১৯৮১]২০২৩, পৃ-৪) (তৃতীয় ব্র্যাকেট গবেষকের)। সাংখ্য মতে, "ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ পুরুষ ইহাদের বিশেষরূপে জ্ঞানের নাম

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিজ্ঞান" (বেদান্তচুঞ্চু, ১৯৮৩ পৃ-১৮)। সাংখ্য মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণ। শাস্ত্রাদি শ্রবণ করে, ব্যক্তকে প্রত্যক্ষ করে অব্যক্তকে অনুমান করাই জ্ঞানার্জন করা (তদেব, পৃ-১৮)। অদ্বৈতবেদান্তে "...জ্ঞানই একমাত্র সৎ বস্তু। ...পরমার্থসৎ-জ্ঞান চৈতন্যস্বরূপ বলে প্রকাশস্বরূপও বটে" (সেন, [১৯৭৪]২০১৪ পৃ-২৩২-৩)। অদ্বৈতবেদান্তীরা ছ'টি প্রমাণ মানেন- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি (তদেব, পৃ-২৩২)। আস্তিক দর্শনের জ্ঞানের সংজ্ঞা ছাড়াও নাস্তিক চার্বাক, বৌদ্ধ, ও জৈন দর্শন ভেদেও জ্ঞান কি সে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। শব্দবাহুল্যের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে সেগুলির আলোচনা করা হচ্ছে না।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে পূর্বে-পশ্চিমে কোথাও 'জ্ঞান' কি সে বিষয়ে মতের একতা নেই। সেক্ষেত্রে গবেষককেই উদ্যোগ নিয়ে 'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র' এই পরিভাষায় জ্ঞানাংশের সংজ্ঞা প্রদানের প্রচেষ্টা করতে হচ্ছে। সংস্কৃতে 'জ্ঞান' শব্দটির অর্থ জানা, পরিচিত হওয়া, দক্ষতা, চৈতন্য, অবগতি, পরামর্থ উপলব্ধি, চিন্তাকরা, চিন্তাশীলতা, জানার বা অনুমানের সংকেত (অনলাইন সংস্কৃত অভিধান, গৃহীত ১৫/০১/২০২৬)। বাংলায় 'জ্ঞান' শব্দটির অর্থ বোধ, বুদ্ধি, বুঝিবার শক্তি, সংজ্ঞা, চেতনা, ধারণা, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা, বৈদগ্ধ্য, বিদ্যাবত্তা, শিক্ষা, পাণ্ডিত্য (সংসদ বাংলা অভিধান, ১৯৭৩ পৃ-৩৩৩)।

উপরোক্ত জ্ঞানের বিভিন্ন রকম অর্থ অন্বেষণ করে 'ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র'- এ 'জ্ঞান' শব্দটির এই অভিধার্থ গ্রহণ করছে গবেষক- পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে যা কোনোরকম বোধ সৃষ্টি করে। ব্যঞ্জনার্থে, কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতাই হল জ্ঞান - এটি গৃহীত হল। লক্ষণার্থে, যা জগৎকে নিত্যদিন প্রভাবিত ও পরিচালিত করছে, সেই সম্পর্কে সচেতনতাই হল জ্ঞান- এটি গৃহীত হল। উক্ত এই সামান্য সংজ্ঞাগুলিকে 'ভারত' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করলে যা পাওয়া যায় তা হল- ভারতীয়দের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্যিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, বাণিজ্যিক, পরিবেশ-সম্পর্কিত, ক্রীড়া-সম্পর্কিত, বিনোদন-সম্পর্কিত, রাজনীতি-সম্পর্কিত এবং অন্যান্য সর্ব ধরণের প্রত্যক্ষণগত, আনুমানিক, ঔপমানিক, শাব্দিক, অর্থাপত্তিগত ও অনুপলব্ধিগত বিবরণ যা আদর্শগত, ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে রচিত হয়েছে।

তন্ত্র- অভিধা, ব্যঞ্জনা, লক্ষণা

তন্ত্র (ইং-সিস্টেম) সম্পর্কিত ধারণা পাশ্চাত্যে সম্যকভাবে দার্শনিক হেগেল প্রদান করেছেন বলে মনে করা হয়। ড্যারেল আর্নল্ড (২০১১, পৃ-৫৬-৬০) বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন যে বিংশ শতাব্দীর যেসমস্ত গবেষক তন্ত্রতত্ত্বের (সিস্টেম থিওরি-র) সমর্থনে সমাজবিজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তাঁদের বক্তব্যের বেশিরভাগটাই হেগেলের যৌক্তিক তর্কের সাথে মিলে যায়। হেগেল একপ্রকার যান্ত্রিক বাস্তুতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনের তিন মূল তত্ত্ব - ভিন্নতা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর তন্ত্রতত্ত্বকে অনুপ্রাণিত করেছে (ব্রিটানিকা অনলাইন বিশ্বকোষ, গৃহীত ১৬/০১/২০২৬) (উইন্থার, ২০০৮ পৃ-১১৮৩৩-৩৮)। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক জর্জ লুইসের সদা উত্থানশীলতার (ইমার্জেন্ট) সংজ্ঞা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও একবিংশ শতাব্দীর নতুন সমাজবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যৌগিকতাতত্ত্বের (কমপ্লেক্সিটি থিওরি) অন্যতম এক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে (বায়ার্ন এবং ক্যালাঘান, ২০১৪ পৃ-১)। চার্লস ডারউইনের তাত্ত্বিক বক্তব্য বড়ো আকারে যৌগিকতা তত্ত্বের তাত্ত্বিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং হেগেলের তাত্ত্বিক যুক্তিও যৌগিকতাতত্ত্বের এক স্তম্ভ (বায়ার্ন এবং ক্যালাঘান, ২০১৪ পৃ-৮০-৮৪,২৫৪)। এবং বাস্তুবিদ্যক ভিত্তিপ্রস্তরই সেই স্তম্ভমূলের নিচে আদর্শ রূপে বিরাজমান (কোহেন, ম্যানিয়ন ও মরিসন, ২০১৮ পৃ-২৭-২৯)। এছাড়াও বিভিন্ন সমাজবৈজ্ঞানিক সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দৃষ্টিকোণ থেকে তন্ত্রতত্ত্ব কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। সেসবগুলিতে না গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে এবং এর পর এই তন্ত্রতত্ত্ব কি বলে থাকে সেটি আলোচিত হবে।

সামান্যভাবে উপরোক্ত পাশ্চাত্য মতসমূহ অনুযায়ী একটি তন্ত্রের রেখাচৈত্রিক আকার নিচে প্রদত্ত হল:

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

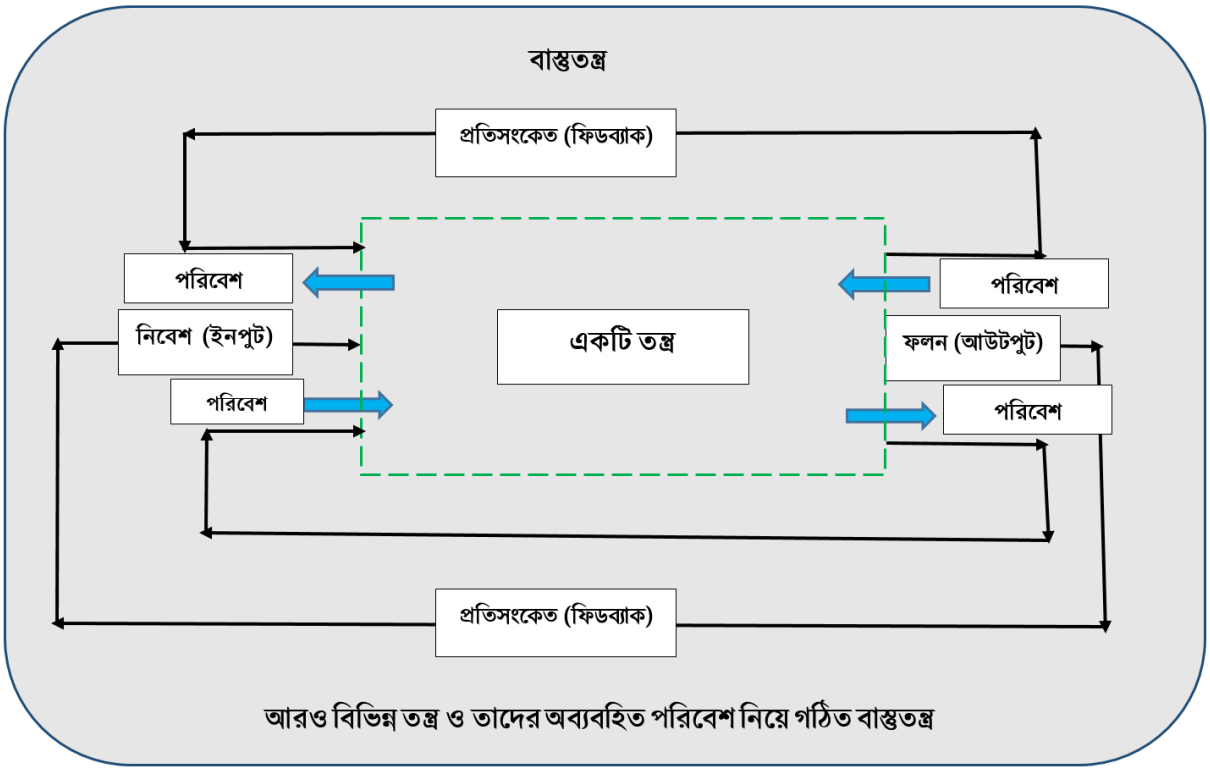

রেখাচিত্র-২: বাস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ যা পাশ্চাত্য তন্ত্রতত্ত্ব চিন্তার মূলভিত্তি

ডারউইনের বিবর্তনবাদেও একধরণের যান্ত্রিক নিয়মে বিবর্তন ঘটে চলেছে ও চলবে এধরণেরই সুস্পষ্ট বার্তা পাওয়া যায় (আয়ালা, ২০০৯ পৃ-৮৫৬৭-৮)। মোটকথা, যান্ত্রিকতা ব্যাতিত তন্ত্রচিন্তা পাশ্চাত্যের দার্শনিক ভাবনায় এখনো আসেনি।

ভারতীয় দর্শনজগতে অধিগন্তব্য হিসাবে মোক্ষ এবং গমনের মাধ্যম হিসাবে কর্ম ও কর্মফলের ধারণা পরিস্ফুট হওয়ায় এবং দার্শনিক মতান্তর ভেদে গ্রহণযোগ্য হওয়ায়, এখানে যান্ত্রিকতার স্থান কোথাও নেই। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন দার্শনিক পথ বিভিন্নভাবে কর্ম করতে বললেও আত্যন্তিক দুঃখের নিবারণকেই গুরুত্ব দিয়েছে। বৈশেষিকদর্শন সপ্ত পদার্থের স্বধর্ম্যের ও বৈধর্ম্যের মাধ্যমে, ন্যায়দর্শন তর্কশাস্ত্যের মাধ্যমে, সংখ্যদর্শন প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানের মাধ্যমে, পূর্বমীমাংসা বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, বেদান্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়ে। নাস্তিকের ক্ষেত্রেও তাই- বৌদ্ধ দর্শন নির্বাণ লাভের পথ প্রদর্শন করে যা আত্যন্তিক দুখের মুক্তিরই সমতুল্য। জৈনদের মোক্ষও তাই। কেউ বৈজ্ঞানিক হয়ে বিজ্ঞানচর্চা করতে পারে, কেউ রাজনীতি করতে পারে, কেউ বাণিজ্য করতে পারে ইত্যাদি, কিন্তু দুঃখের থেকে মুক্তি এবং তার জন্য কি কর্তব্য- এমন ধারণা যান্ত্রিকতার হাত থেকে মুক্ত করে দর্শনকে এক প্রাণবন্ত বিষয়ে রূপান্তরিত করেছে। কর্মের উর্ণা মহাকাল জুড়ে ব্রহ্মান্ড ব্যাপ্ত করে সংসারকে পরিচালিত করে নিজেও যুগপৎ পরিচালিত হয়ে চলেছে- শুধু অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে পৌঁছতে পারলে সেই উর্ণা ভেদ করে সত্ত্বামাত্র হয়ে ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রে বিভু রূপে বিদ্যমান হাওয়া যায়। কর্মের মাধ্যমেই যে কর্মের উর্ণা ভেদ করা সম্ভব হচ্ছে এটিই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করতে করতেই কর্মের নিজের পরিচালিত ও পরিবর্তিত হওয়ার বলিষ্ঠতম নিদর্শন (ভট্টাচার্য, ২০২২)। এরকম ব্যাপকাকারে বিস্তার ও পরিচালন একটি রেখাচিত্রে প্রদর্শন করা অত্যন্ত কঠিন।

তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে ভাষার ওপর গুরুত্ব। ক্লার্ক (১৯৬০, পৃ-৫৫৭,৫৫৯-৬১) হেগেলের দর্শনে ভাষার ও অর্থের নিবন্ধে প্রথম পংক্তিতেই বলেছেন যে দার্শনিকদের ভেতর মতভেদের অভাবের সব চেয়ে বড় জায়গা হল ভাষা। এবং নিবন্ধে ক্লার্ক দেখাচ্ছেন ভাষার ওপর এবং অর্থের ওপর হেগেল অনেকটা গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যৌগিকতাতত্ত্বে বায়ার্ন ও ক্যালাঘান একেবারে প্রথমদিকেই ভাষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন (বায়ার্ন ও ক্যালাঘান, ২০১৪ পৃ-৩)। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন এবং তা বস্তুজগৎকে যাতে অভ্রান্তভাবে চিত্রিত করে, তার প্রচেষ্টা করেছেন এবং এখনো জেসন নৈয়ায়িক

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ও বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা হচ্ছে, সেই একই লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। পূর্বমীমাংসকরা বেদার্থের ওপর ব্যাখ্যাকে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বেদান্তীরা ব্যবহারিক জগৎকে সত্য অর্থে গ্রহণ করে ভাষাকেও গ্রহণ করে নিয়েছেন। বাকি ভারতীয় দার্শনিক মতের বিষয়েও একই কথা বলা যায় যে কেউই ভাষার গুরুত্বকে লঘু করে দেখেননি (মন্ডল, ২০১২) (তর্কবাগীশ, [১৯৮১]২০২৩) (ভট্টাচার্য, [১৯৮২]২০২৩)।

ভাষার ওপর এই প্রবল গুরুত্ব এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে এই গুরুত্ব তন্ত্রের লাক্ষণিক অর্থের নির্দেশক। গবেষক প্রথমেই লাক্ষণিক অর্থ বিবৃত করছে তন্ত্রের- ভাষা সেই তন্তু যাতে তন্ত্রের সমস্ত অংশ অযৌগিকভাবে ওতপ্রোত। যদিও 'ওতপ্রোত' শব্দটি অযৌগিকতার সূচক, তবুও গুরুত্বপ্রদানের জন্য 'অযৌগিকভাবে' শব্দটি উল্লেখিত হল। পাশ্চাত্যের যৌগিকতাতত্ত্ব অযৌগিক যোগের কথা বলে যেখানে অংশের যোগফল ও পূর্ণের যোগফল এক নয়- বরং গুণগত এবং পরিমাণগত দুদিক থেকেই ভিন্ন। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে ওতপ্রোত বস্তুসমূহের যোগফলের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। কারণ একক নির্ণয় করাই যায়না, যোগফল কিভাবে হতে পারে। সুতরাং লাক্ষণিক অর্থে তন্ত্রের তন্তু ভাষা, এবং সামান্যভাবে 'ভাষা'-ই বলা যেতে পারে। যেকোনো তন্ত্র ভাষাভিত্তিক। যেখানে মানুষ মিথস্ক্রিয়া করছে না, অন্য ধরণের সংকেত ভাষার কাজ করছে। যেখানে প্রাণীই নেই, সেখানে সংযোগ-বিয়োগ-সংঘাত-পুনর্গঠন ইত্যাদি পরবর্তী রূপ প্রদানের সংকেত সংবহিত করে। সুতরাং ব্যবহারিক অর্থে অজৈব জগতেও একধরণের ভাষার বিরোধিতা অযৌক্তিক হয়ে যায়।

অভিধার্থে তন্ত্র একধরণের সসীম অথচ বহুদ্বারবিশিষ্ট ব্যাবস্থা যেখানে তার মধ্যেকার বিষয়সমূহ (এক্ষেত্রে মানুষ) অযৌগিকভাবে নিজেদের মধ্যে ও তন্ত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং তন্ত্রের বাইরের পরিবেশের সাথেও মিথস্ক্রিয়া করে ও প্রভাবিত হয় এবং প্রভাবিত করে- কি ভেতরে, কি বাইরে। ব্যঞ্জনার্থে তন্ত্র হচ্ছে সগোত্রীয়তা বোধ- "আমি ভারতীয়, আমি বাঙালি, আমি হাওড়াবাসী"- তন্ত্র ও তার উপতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে যে পরিচয়কে অহং বিশেষিত করে। কারণ ব্যবস্থাটিকে সরাসরি দেখা বা বোঝা যায় না। ভারত কে বা বাংলাকে বা হাওড়াকে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভাষাকে অবলম্বন করে শব্দদ্বারা সংজ্ঞা সৃষ্টি করে, শব্দ-শব্দার্থের সম্পর্ককে অনুমানের লিঙ্গ হিসেবে মনে রেখে স্মৃতি উদ্ধার করে অনুমান করতে হয়। তাই এভাবে তন্ত্রের ব্যঞ্জনার্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা হল।

আলোচনা (২)

ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের যে সংজ্ঞা গঠনের প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে করা হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে একটি সারণির মাধ্যমে নিম্নে প্রদর্শিত:

সং	পরিভাষা	সংজ্ঞা
১	ভারত	**(ক)** অভিধা - সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া **(খ)** ব্যঞ্জনা - ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সংকৃতির ধারাবাহিকতা **(গ)** লক্ষণা - লক্ষণার্থে 'ভারত' ভারতীয়দের নির্দেশ করে
২	জ্ঞান	**(ক)** অভিধা - পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে যা কোনোরকম বোধ সৃষ্টি করে **(খ)** ব্যঞ্জনা - লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতাই হল জ্ঞান **(গ)** লক্ষণা - যা জগৎকে নিত্যদিন প্রভাবিত ও পরিচালিত করছে, সেই সম্পর্কে সচেতনতাই হল জ্ঞান উক্ত এই সামান্য সংজ্ঞাগুলিকে 'ভারত' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করলে যা পাওয়া যায় তা হল - ভারতীয়দের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত ধরণের শিখনীয় বিষয়।
৩	তন্ত্র	**(ক)** অভিধা - একধরণের সসীম অথচ বহুদ্বারবিশিষ্ট ব্যাবস্থা যেখানে তার মধ্যেকার বিষয়সমূহ অযৌগিকভাবে সেই ব্যবস্থার ভিতরে ও বাইরে মিথস্ক্রিয়া করে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

		(খ) ব্যঞ্জনা - সগোত্রীয়তা বোধ, তন্ত্র ও তার উপতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে যে পরিচয়কে অহং বিশেষিত করে **(গ)** লক্ষণা – ভাষা

দেশীয় ভাষায় গবেষণা

ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র কি ধরণের বস্তু? এটি একটি তন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রের মূলসূত্র কোথায়? ভাষায়। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ভাষার গুরুত্ব কতখানি। যে ব্যাপারে প্রায় সর্বজনের মতামত সমতুল্য, তাকে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্যই বলতে হয়। ভাষার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ভারতীয় ভাষা ব্যবহৃত না হলে ভারতীয় অর্থে অভিধা, ব্যঞ্জনা, লক্ষণার প্রয়োগ থাকবে না। অন্য ভাষার শব্দশক্তির এবং শব্দার্থিক প্রয়োগ কিছু ভারতীয় ধারণার সাথে মিশ্রিত হয়ে যে অর্থগত তন্ত্র সৃষ্টি করবে তাকে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র বলা যাবে না- সেটি ভিন্ন এক তন্ত্র। সেক্ষেত্রে ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের মৃত্যুর সম্ভাবনাই একমাত্র দেখা যায়। অল্পসংখ্যায় হলেও ভারতীয় (এক্ষেত্রে বাংলা) ভাষায় গবেষণা হচ্ছে বলেই ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র জীবিত রয়েছে এবং ইদানিং যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাতে আগামী দিনেও এটি আরও অনেক সজীব এবং সতেজভাবে বিরাজ করবে বলেই মনে হয়। ভারতীয় ভাষাগুলিতে সাহিত্যসৃষ্টি ও চর্চা গবেষণার তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু গবেষণাই জ্ঞান সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও সংবহন করে চলে- লাক্ষণিক অর্থের দ্বিতীয় স্তর নির্মাণ করলে পাওয়া যাবে- ভারতীয় ভাষা (প্রথমস্তর) এবং তাতে গবেষণা (দ্বিতীয়স্তর) ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের মূলশক্তি। এখানেই ভারতীয় ভাষায় গবেষণা করার গুরুত্ব- ভারতীয় ভাষাই সেই তন্তু যাতে সর্বপ্রকারের ভারতীয় জ্ঞান অযৌগিকভাবে ওতপ্রোত হয়ে এক বহুমাত্রিক তান্ত্রাকারে বিদ্যমান। এবং এখানেই শেলডন পোলকের বক্তব্য খণ্ডিত হয়- কারণ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দী ভারতীয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ চলছে, তা স্তব্ধ হয়ে পড়েনি বরং ঔপনিবেশিক সময়ে কিছুটা গতিহ্রাস হয়েছে বলা চলে। সংস্কৃতে দর্শন, ব্যকরণ ও সাহিত্যে যথাক্রমে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে (প্রিসেন্দানজ, ২০০৫ পৃ-৫৫-৯৪) (দ্বীপা, ২০২২ পৃ-৮-১০) (শ্রীনাথ, ২০২১ পৃ-১২৯-৪৪)। তবে গতিহ্রাসকে মৃত্যু বলা চলে না যেমনটা তিনি প্রমাণের প্রচেষ্টা করেছিলেন। এভাবে, ভারতীয় ভাষায় গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ কেন তার সমর্থনে যুক্তিপ্রদানের প্রচেষ্টা এবং যাঁরা ভারতীয় জ্ঞানতান্ত্রের বিদ্যমানতা অস্বীকার করেন তাদের যুক্তি খণ্ডন করার প্রচেষ্টা সমাপ্ত হল।

উপসংহার

এপত্রে ভারতীয় ভাষায় (বাংলা) সমাজবিজ্ঞানে বর্তমান সময়ে কি পরিমাণ গবেষণাকার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে (এখানে দুটি) চলছে তা প্রদর্শন করে কেন ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের স্বার্থে অধিক সংখ্যায় গবেষণাকার্য করা উচিত সেই যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। সেই প্রচেষ্টায় দুধরণের চিত্র উঠে এসেছে, একটি অত্যন্ত ইতিবাচক ও আরেকটি সামান্য নেতিবাচক। ইতিবাচক চিত্রটি হল ঔপনিবেশিক আমল থেকে আজপর্যন্ত সর্বস্ব পাশ্চাত্যকরণের যে ব্যাপক প্রবণতা যার অনেকটাই পাশ্চাত্যের দ্বারা আরোপিত, তার মধ্যেও ভারতীয় ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চিত হয়ে চলেছে। নেতিবাচক দিকটি হল স্বাধীন দক্ষিণ এশিয়ার দেশে আঞ্চলিক ভাষায় গবেষণার সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প। তবে স্তব্ধ হয়ে পড়েনি একেবারে এটিও ইতিবাচক। বর্তমানে ভারত সরকারের ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব প্রদান আগামীদিনে ভারতীয় ভাষায় গবেষণার প্রবণতা বাড়াবে বলেই অনুমান করা যায় কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতিতে ও শিক্ষা মন্ত্রকের উর্ণাস্থানে (ওয়েবসাইটে) সেবিষয়ে সুস্পষ্ট মন্তব্য পাওয়া যায়না। ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণা পত্রগুলিতেও এব্যাপারে গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে না। বিজ্ঞান-কলা-সমাজবিজ্ঞান-বাণিজ্য নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় গবেষকদের এব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক যদি ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও সচেতনতা অনেকাকারে বৃদ্ধি করতে হয়।

তথ্যসূত্র

Abhayankar P.V. and Kelkar Y.S. (2025). Incorporating the Indian knowledge system into higher education. *TIJER – INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL, 12*(1).

All rights reserved. © 2026

Arnold, D. (2021). Hegel and Ecologically Oriented System Theory. *Journal of Philosophy: A Cross-Disciplinary Enquiry, 7*(16), 56-60.

Athar Ali, M. (2003). THE MUGHAL EMPIRE AND ITS SUCCESSORS. *History of civilizations of Central Asia, v. 5: Development in contrast, from the sixteenth to the mid-nineteenth century.* Paris. UNESCO, p-308

Ayala, F. J. (2009). Darwin's Greatest Discovery: Design Without Designer. *In the Light of Evolution: Volume III: Two Centuries of Darwin.* Washington (DC), USA. National Academies Press (US).

Basu, D. D. ([1960]2024). Languages. *Introduction to the Constitution of India (27th ed.).* Gurgaon, India. LexisNexis, p-479-486.

Britannica Editors. (2026). Mauryan Empire. *Britannica Online Encyclopedia* retrieved-13/01/2026 https://www.britannica.com/place/Mauryan-Empire

Byrne, D. and Callaghan G. (2024). *COMPLEXITY THEORY AND THE SOCIAL SCIENCES: The state of the art.* Oxon, UK. Routledge, p-1,3,80-4,254

Chandra, S. (2007). State and Government under Akbar. *Medieval India: From Sultanat to the Mughals-Mughal Empire (1526-1748) – 2*, p-138,234

Chandra, S. (2007). The Delhi Sultanat-II (Circa 1300-1400). *History of Medieval India (800-1700).* Hyderabad, India. Orient BlackSwan, p-92-117

Clark, M. (1960). Meaning and Language in Hegel's Philosophy. *Revue Philosophique de Louvain* 60: 557,559-61

Cohen, L., Manion L., Morrison, K. (2018). The context of educational research. *Research Methods in Education.* Oxon, UK. Routledge, p-27-9

Crystal D. (2003). Why a global language? *English as a Global Language.* New York. Cambridge University Press, p-1-27

Daily Katha. (2016). *Vivekananda Kendra, Kanyakumari* (Online, January 4, 2016). Retrieved-13/01/2026 https://katha.vkendra.org/2016/01/bharat-hindustan-india.html

Deepa, P. (2022). Sanskrit grammarians of 19th century. *International Journal of Sanskrit Research* 8(2): 08-10

Desmond and Britannica Editors. (2025). Charles Darwin. *Britannica Online Encylopedia* retrieved-16/01/2026 https://www.britannica.com/biography/Charles-Darwin

DOI: 10.58970/JSR.1050

E-Resources Directory. Central University of Karnataka Off-Campus access retrieved-15/01/2026 idp.cuklibrary.ac.in

Etymology of the name of India. (2011). *World History Encyclopedia* retrieved-13/01/2026 https://www.worldhistory.org/article/203/etymology-of-the-name-india/

Gettier, E.L. (1963). IS JUSTIFIED TRUE BELIEF KNOWLEDGE? *ANALYSIS* 23(6): 1-3

Greco J. (2008). WHAT'S WRONG WITH CONTEXTUALISM? *The Philosophical Quarterly* 58(232): 416-36 https://doi.org/10.1111/j.1467-9213.2008.535.x

All rights reserved. © 2026

Hazlett, A. (2015). The maturation of the Gettier problem. *Philos Stud,* 172, 1-6. https://doi.org/10.1007/s11098-014-0385-x

Hong, L. (2019). Meaning in the Philosophy of Language. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research.*

Hunter, D., McCallum, J. and Howes, D. (2019). Defining Exploratory-Descriptive Qualitative (EDQ) research and considering its application to healthcare. *Journal of Nursing and Health Care, 4*(1).

Indian Knowledge Systems Division. (2021). Ministry of Education, Government of India https://iksindia.org

Khare P.S. and Kumar J. (2025). Indian Knowledge System and Globalization: An Intensive Study. *International Journal of Research and Review 12*(1). https://doi.org/10.52403/ijrr.20250129

Kumar D. and Bisht H. (2024). INDIAN KNOWLEDGE SYSTEM: POST-COLONIALISM AND GLOBALIZATION ERA. *Shodh Samarth- Research Journal of Commerce, Management & Economics, 2.*

Kumar M.J. (2024). Forging Connections: Integrating Indian Knowledge Systems in Higher Education. *IETE Technical Review, 41*(3). https://doi.org/10.1080/02564602.2024.2342625

Le Morvan, P. (2017). Knowledge before Gettier. *British Journal for the History of Philosophy*, *25*(6): 1235-36. https://doi.org/10.1080/09608788.2017.1320968

Lee, S. (2024). Contextualism as a Solution to the Gettier Problem: Revisiting the Definition and Justification of Knowledge. *Journal of Scientific Reports* 7(1): 189-194

Lim, W. M. (2024). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal 33*(2): 200 https://doi.org/10.1177/14413582241264619

Marchesin, M. (2022). The Philosophical Significance of Secondary Uses of Language in Wittgenstein's Later Philosophy. *Nordic Wittgenstein Review, 11*, 6-8. https://doi.org/10.15845/nwr.v11i0.3605

Pollock S. (2001). Indian Knowledge Systems on the Eve of Colonialism. *Indian Economic and Social History Review, 38*(1), 3-31.

Preisendanz, K. (2005). The Production of Philosophical Literature in South Asia During The Pre-Colonial Period (15th to 18th Centuries): The Case of the Nyayasutra Commentarial Tradition. *Journal of Indian Philosophy* 33: 55-94

Puri J. (2025). IKS in Indian Education: A Transformative Framework for Cultural Continuity and Academic Innovation. *Advances in Consumer Research* 2(4): 4299-4303

Sanskrit Dictionary (online retrieved-15/01/2026) https://sanskritdictionary.com/?q=jñānam

Sharma, R.S. (2005). The Maurya Age. *India's Ancient Past.* New Delhi, India. Oxford University Press.

Shodhganga. INFLIBNET. Ministry of Education, Government of India retrieved-15/01/2026) shodhganga.inflibnet.ac.in

Sreenath, V.S. (2021). What To Do with the Past? Sanskrit Literary Criticism in Postcolonial Space. *Journal of Indian Philosophy*, *49.*

All rights reserved. © 2026

Stebbins R.A. (2011). Exploratory Research in the Social Sciences. *Qualitative Research Methods (online)*, p-15 DOI: https://doi.org/10.4135/9781412984249

Timane R. and Wandhe P. (2024). Indian Knowledge System. *SSRN E-Library* p-513 https://ssrn.com/abstract=4742285 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4742285

Tripodi C. (2010). Grand Strategy and the Graveyard of Assumptions: Britain and Afghanistan, 1839–1919. *Journal of Strategic Studies* 33(5): 707-10 https://doi.org/10.1080/01402390.2010.498252

Winther, R.G. (2008). Systemic Darwinism. *PNAS* 105(33): 11833-38 DOI: 10.1073/pnas.0711445105

তর্কবাগীশ ফ। ([১৯৮১]২০২৩)। প্রথম খন্ড। *ন্যায় দর্শন*। কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ- ৪

তর্করত্ন প। (১৮৯৮)। *বিষ্ণুপুরাণম্ (অনু - পঞ্চানন তর্করত্ন)*। কলকাতা। শ্রী নটবর চক্রবর্তী, পৃ-১০৪

বেদান্তচুঞ্চু, প। (১৯৮৩)। আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষ ও কারণ। *সাংখ্যকারিকা*। কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ-১৮

ভট্টাচার্য স। (১৯৮৩)। *পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন*। কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ভট্টাচার্য, স। (২০২২)। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

মন্ডল, প্র.ক.। (২০১২)। *প্রশস্তপাদের দর্শন*। কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ-৯,১৩

সংসদ বাংলা অভিধান। (১৯৫৭)। সঙ্কলিত - শৈলেন্দ্র বিশ্বাস। কলকাতা। সাহিত্য সংসদ, পৃ-৩৩৩

সিংহ স। (২০২৪)। বৃত্তি: ন্যায়দর্শন ও ব্যাকরণদর্শনের দৃষ্টিতে একটি আলোচনা। *Journal of Philosophy and the Life-world*, ২৬: ১২৯-১৩৯ http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.08

সেন, দ। ([১৯৭৪]২০১৪)। অদ্বৈতবেদান্তদর্শন। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ-২৩২-৩

All rights reserved. © 2026